কারনেশন (Carnation)

আকারে, রঙ্গে, বর্ণে গোলাপের পরই কারনেশনের স্থান। ফুলগুলো দেখতে অনেকটা গোলাপ ফুলের মত। এদের লবঙ্গের মত গন্ধ আছে। লম্বা ডাঁটা থাকাতে এ ফুলটি ফুলদানিতে সাজানোর জন্য উপযোগী।

মাটিঃ
খোলামেলা জমিতে কারনেশন ফুলের চাষ ভাল হয়। জৈব সার সমৃদ্ধ দোঁ-আশ মাটি এ ফুল চাষের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট। গাছের গোড়ায় পানি জমা ক্ষতিকর।

বংশবিস্তারঃ
বীজ দিয়ে প্রধানত বংশবিস্তার করা হয়ে থাকে। শাখা কলমের মাধ্যমেও এর চাষাবাদ করা যায়।

জমি তৈরী ও সার প্রয়োগঃ
কারনেশন উৎপাদনের জন্য ভাল করে জমি চাষ করে আগাছা পরিষ্কার করে নিতে হয়। এরপরে প্রতি বর্গমিটার জমিতে একঝুড়ি পচা গোবর, ৫০-৮০ গ্রাম টিএসপি এবং কিছু ছাই প্রয়োগ করতে হয়। দোআঁশ মাটির সাথে সমপরিমাণ জৈব সার ও কিছু মিহি বালু মিশিয়ে টবের সাথে মাটি তৈরী করে নিয়ে এ ফুল তবে চাষ করা যেতে পারে ।

চারা উৎপাদন ও রোপনঃ
অক্টোবর-নভেম্বর মাসে বীজতলায় বীজ বুনে চারা উৎপাদন করতে হয়। চারা ৫-৭ সেঃ মিঃ লম্বা এবং বয়স মাসখানেক হলেই বাগানে অথবা টবে স্থায়ীভাবে চারা রোপণ করতে হয়। বাগানে ৩০ সেঃমিঃ দূরত্বে চারা লাগাতে হয়। কারনেশনের বহুবর্ষজীবী জাতগুলোর বেলায় একই সময়ে শাখা কলম চারা তৈরী করা যায়।

অন্তর্বর্তীকালীন প্রযুক্তিঃ
কারনেশনের গাছগুলো খাড়াভাবে রাখার জন্য কাঠি পুঁতে ঠেসের ব্যবস্থা করতে হবে। মাঝে মাঝে প্রয়োজনমত পানি সেচ দিতে হবে। ভাল ফুল ও গাছের দ্রুত বৃদ্ধির জন্য মাটিতে তরল সার প্রয়োগ করতে হবে। নাইট্রোজেন সার বেশি প্রয়োগ করতে হলে এতে অঙ্গজ বৃদ্ধি বেশি হবে এবং ফুল দেরিতে আসবে। চারা গাছ ১০-১৫ সেঃমিঃ লম্বা হলে অগ্রমুকুল ভেঙ্গে দিতে হবে। এতে গাছ অধিক সংখ্যায় ডালপালা গজাবে ভাল বৃহাদাকার ফুল পেতে হলে কুড়ির সংখ্যা কমিয়ে যতগুলো তা রেখে বাকি মুকুল নষ্ট করে দিতে হবে।

ফুল সংগ্রহঃ
ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাস নাগাদ কারনেশনের ফুল পাওয়া যাবে। ধারালো ছুরি দিয়ে বড় ডাঁটা সমেত ফুল কাঁটাতে হবে।